দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03-DEC-1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

শিশু সপ্তাহে গাজীপুরে জেলা প্রশাসকের আলোচনা সভা

আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে অসংখ্য শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত

গাজীপুর থেকে স্টাফ রিপোর্টার ঃ গাজীপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে শিশু অধিকার সপ্তাহ '৯৮ যোগাযোগ কার্যক্রম উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে জেলা প্রশাসকের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় শিশু অধিকার বাস্তবায়ন সম্পর্কে জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শামসুল হক এক লিখিত বক্তব্যে বলেন, ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার সনদ Child Right convention-CRC গৃহীত হয়। এই সনদে প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট বাংলাদেশসহ ২০টি দেশ এই সনদের প্রতি পুনঃসমর্থন ব্যক্ত করে। ১৯৯১ সালের ২ সেপ্টেম্বর থেকে শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইতোমধ্যেই এই সনদে ১৯১টি (১ জুলাই ১৯৯৭) দেশ স্বাক্ষর করেছে এবং ইহা ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকার চুক্তি শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে আন্তরিকতা থেকেই ১৯৯২ সাল থেকে প্রতি বছর শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর শিশু অধিকার সপ্তাহের সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত। কিন্তু প্রলয়ংকরি মহাপ্লাবনের কারণ, ঐ সময়ে এ বছর শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু শিশুদের অধিকার বাস্তবায়নে সরকারের দৃঢ় প্রত্যয়ের কারণে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরতে এ বছরের জন্য ২৬ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর '৯৮ শিশু অধিকার সপ্তাহ ঘোষণা করা হয়েছে। এ সপ্তাহ উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য হল শিশু অধিকার সনদ সম্পর্কে গণসচেতনতা গড়ে তোলা এবং শিশুদের অধিকার বাস্তবায়নে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং শিশু অধিকার সপ্তাহ '৯৮-র মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল "জন্ম নিবন্ধীকরণ জন্মের অব্যবহিত পরেই শিশুকে নিবন্ধীকরণ করতে হবে।" জন্ম নিবন্ধীকরণের ফলে শিশুর জাতীয়তা অর্জিত হবে। জন্ম নিবন্ধীকরণের ফলে সঠিক বয়স নির্ধারণ এবং যথাযথ আইন প্রয়োগ ছাড়াও আরও বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। একথা নির্দিধায় বলা যায় যে, আমাদের দেশে শিশুর জন্ম নিবন্ধীকরণ বিষয় সম্পর্কে জনগণ মোটেও সচেতন নয়। অধিকাংশ জনগণ জানে না যে, শিশু জন্মলাভের পর কোথায় নিবন্ধীকরণ করতে হবে। এমনকি শিশুর জন্ম নিবন্ধীকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গও জানেন না যে, শিশুর জন্ম নিবন্ধীকরণের দায়িত্ব তাঁদের ওপর ন্যস্ত। এই প্রেক্ষাপটে শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়নের সকল শ্রেণীর পেশার সচেতন ও বোদ্ধাগণকে এগিয়ে আসতে হবে। শিশু অধিকার বাস্তবায়নে সকলের দায়িত্ব রয়েছে।

আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ব্যাপক সংখ্যক শিশু অন্যের বাড়ীতে কাজ করছে। গৃহকর্মে নিয়োজিত এই শিশুদের দ্বারা সংসারের প্রায় সকল কাজ করিয়ে নেবার পরও দেখা যায় গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীরা তার প্রতি মোটেও সহানুভূতিশীল নয়। বরং প্রায়শঃই এই শিশুদের ওপর চলে অমানবিক নির্যাতন। কম বেতনে বা বিনা বেতনে কাজ করে নেবার উদ্দেশ্য থেকেই প্রধানত গৃহকর্মে শিশুদের নিয়োজিত করা হয়। গৃহকর্মরত শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদান করা হয় না। অধিকন্তু অনেক সময়ই তারা গৃহকর্তা কর্তৃক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়।

শিশু অধিকার সনদের ১৭ নম্বর ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফের যৌথ অর্থায়নে "বাংলাদেশের মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য যোগাযোগ কার্যক্রম" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে অত্র জেলার কাপাসিয়া থানায় জেলা তথ্য অফিস কাজ করছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উক্ত থানায় প্রতিমাসে শিশু অধিকারের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক ৫টি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ৫টি উঠান বৈঠক, ৪টি পল্লী সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং প্রতি ৩ মাসে ১টি করে ৪০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য ওরিয়েন্টেশন সভা বাস্তবায়ন করছে।

শিশু অধিকার বাস্তবায়নের আন্তরিকতা থেকেই সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীর প্রচলন করছে।

মতবিনিময়ে সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা তথ্য অফিসার স. ম. গোলাম কিবরিয়া, সাংবাদিক আবদুস সামাদ, দেলোয়ার হোসেন, মোঃ সরু মিয়া, ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী প্রমুখ।